কালের কণ্ঠ

তারিখ 16 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

সুপারিশেই দায়িত্ব শেষ 'মোড়ল' ইউজিসির!

শরীফুল আলম সুমন ▶

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নে বছরে খরচ হচ্ছে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা। এক কথায় দেশের সব পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেখভালের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নে বছরে ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করেও কাজকর্মে গা-ছাড়া ভাব

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই মোড়লের দায়িত্ব যেন কেবল বছর শেষে গড়পড়তা সুপারিশ করা। সব কাজকর্মে কেবলই গা-ছাড়া ভাব। এ ব্যাপারে ইউজিসির বক্তব্য হলো, আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে তারা নিরুপায়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইউজিসির ভূমিকা নামকাওয়াস্তে। একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লেও এরা থাকে নীরব দর্শক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টিতে উপাচার্য ও ৫২টিতে উপ-উপাচার্য পদ ফাঁকা। ৪৪টি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে কোষাধ্যক্ষ ছাড়াই। এমন সব গুরুতর সমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে প্রকাশ্য কোনো তৎপরতা চোখে পড়ে না।

শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতি নিয়ে একের পর এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকছে। বেসরকারি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশের মানই প্রশ্নবিদ্ধ। এসবের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই চলছে শিক্ষা বাণিজ্য। কিন্তু অভিভাবক প্রতিষ্ঠান ইউজিসি তা যেন দেখেও দেখছে না। এসবের বিরুদ্ধে লোকদেখানো সামান্য সুপারিশ করেই নিজেদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে।

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইউজিসির যে ক্ষমতা তাতে তারা যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে অনিয়ম সম্পর্কে জবাবদিহিতা চাইতে পারে। এক বছর ইউজিসির কথামতো না চললে পরবর্তী সময়ে ফান্ড বন্ধ করেও

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

সুপারিশেই দায়িত্ব শেষ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

দিতে পারে। একইভাবে কোয়ালিটি অব এডুকেশনের ব্যাপারেও যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জবাবদিহিতা চাইতে পারে তারা। আর উচ্চশিক্ষা কমিশন স্বাধীন না হলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মর্যাদা বাড়বে কেবল।'

বিভিন্ন ফি বৃদ্ধি ও সন্ধ্যাকালীন কোর্স বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের জের ধরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। টাকার অঙ্কে বিভিন্ন কোর্স ফি ও বেতন ত্রিগুণ-তিনগুণ মনে হলেও ৫০ টাকা থেকে বেতন বাড়িয়ে ১০০ টাকা করাটা অযৌক্তিক ব্যাপার নয়। যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেমিস্টার ফি দিতে হয় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে পাঁচবার পরিবর্তনের পর অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হলেও অন্যসব প্রক্রিয়া এখনো বাকি। আগামী সপ্তাহেই বেশির ভাগ ইউনিটের মৌখিক সাক্ষাৎকারের সময়সূচি দেওয়া হয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও রয়েছে সন্ধ্যাকালীন কোর্স। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের জের ধরে এখানেও বিক্ষুব্ধ হতে পারে শিক্ষার্থীরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরজুড়েই ছিল শিক্ষকদের আন্দোলন। ক্লাস, পরীক্ষাসহ বেশির ভাগ কার্যক্রমই বন্ধ ছিল প্রায় ছয় মাস। অনার্সের ভর্তি পরীক্ষা এখনো বাকি। নির্বাচিত ভিসিকে পদ থেকে সরিয়ে অনির্বাচিত ভিসি বসিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আপাতত শান্ত। আবার যেকোনো সময়ে অশান্ত হয়ে উঠতে পারে এই ক্যাম্পাস।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এমন দুঃসময়ে প্রকাশ্য কোনো ভূমিকায় নেই ইউজিসি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে সুপারিশ থাকলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সুপারিশটুকুও করেনি তারা।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সন্ধ্যাকালীন কোর্স নিয়ে বাণিজ্যিকীকরণের কিছু নেই। যেসব শিক্ষক এ কোর্স করাচ্ছেন তাঁরা এখানে না পড়ালে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পড়াত। ফান্ড জেনারেট করা তো অন্যায়ের কিছু নয়। আর ১০-২০ টাকা দিয়ে এখন কেন পড়তে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য সরকার অর্থায়ন করবে ঠিক আছে। কিন্তু সরকারেরও তো সীমাবদ্ধতা আছে। যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই তাদের জন্য ফুল স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিভাবক হিসেবে কেবলই গড়পড়তা সুপারিশে দায়িত্ব শেষ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে ইউজিসির আইনগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা কমিশন হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আমরাই ব্যবস্থা নিতে পারব।'

অভিযোগ রয়েছে, বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানার সঙ্গে যুক্ত সরকার দলীয় মন্ত্রী-এমপিরা। তাই ইউজিসি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না। ফলে শিক্ষা বাণিজ্যের কাছে ধরাশয়ী হয়ে পড়েছে ইউজিসি।

প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা থাকলেও এই শর্ত পূরণ করতে পেরেছে মাত্র ১২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ৪০টির (নতুন ১৬টি ছাড়া) স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই। ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় দিনের পর দিন অবৈধ কার্যক্রম চালাচ্ছে আদালতের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে অননুমোদিত ক্যাম্পাস, অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস খুলে সার্টিফিকেট বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ।

ইউজিসির সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের মোট ৭৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২২টি (নতুন কয়েকটি ছাড়া) চলছে উপাচার্য ছাড়াই। ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই উপ-উপাচার্য। কোষাধ্যক্ষ ছাড়া চলছে ৪৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। আর ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের সব পদই শূন্য।

ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলি বলেন, 'যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি ও রেজিস্ট্রার নেই তাদের প্রত্যেককে চিঠি দেওয়া হয়েছে তিনটি করে নাম প্রস্তাবের জন্য। সেখান থেকে আচার্য একজনকে নিয়োগ দেবেন। ইউজিসির যে ক্ষমতা তাতে সুপারিশ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।'

ইউজিসিকে উচ্চ শিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর দেশে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বর্ধিত কলেবর ও উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণে বেড়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে আইনগতভাবে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী সংস্থায় রূপান্তর জরুরি।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-২০১০-এর সদস্য অধ্যাপক কাজী ফারুক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা আমরা শিক্ষানীতিতে বলেছি। তারা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে পরামর্শ ও সমন্বয় সাধন করবে। এখন এর আগেই উচ্চ শিক্ষা কমিশন হলে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে।'